ভাষা সমস্যা প্রসঙ্গে

১৯৬৫ সালে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার প্রচলিত ইংরেজি ভাষার পরিবর্তে হিন্দিকে ভারতের সরকারি ভাষা হিসাবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। দেশের একটা বিরাট অংশের মানুষের বিরোধিতার মুখে সরকার তাদের অবস্থান কিছুটা পরিবর্তন করে সুকৌশলে, সংগোপনে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার পদক্ষেপ নেয়। ভারতের মতো বহু ভাষাভাষি দেশে হঠাৎ করে এই ভাবে হিন্দিকে একমাত্র সরকারি ভাষা ঘোষণা করা অজ্ঞানতাপ্রসূত কাজ। ভাষার প্রশ্নে জড়িয়ে আছে— সরকারি ভাষা বা সংযোগকারী ভাষা কি হবে, শিক্ষার মাধ্যম কি হবে, রাজ্যের অভ্যন্তরীণ কাজকর্মের সরকারি ভাষা কি হবে, একটি একক জাতীয় ভাষার উদ্ভবের প্রক্রিয়া কি হবে প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই বিষয়গুলি সম্পর্কে এই আলোচনায় বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ। দেশের বর্তমান বিজেপি সরকার যখন ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনের অনুপস্থিতিতে কেবল হিন্দিকেই আবার সরকারি ভাষা করবার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তখন বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক ধারণা গড়ে তুলতে তাঁর এই অসামান্য বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা সকলকে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করবে।

ভারতের সংবিধানের ৩৪৩ অনুচ্ছেদ এবং কেন্দ্রীয় সরকারি ভাষা আইনের ধারা অনুসারে ভারত সরকার এই বছরের ২৬ জানুয়ারি (১৯৬৫) থেকে হিন্দিকে ভারতের সরকারি ভাষা (official language) হিসাবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটা অস্বীকার করা যায় না যে আমাদের জনগণের একটা বিরাট অংশ সরকারের এই পদক্ষেপের ঘোর বিরোধী। এই বিরোধিতা সরকারি ভাষার প্রশ্নে দেশব্যাপী আন্দোলন, বিশেষ করে মাদ্রাজের (বর্তমান তামিলনাড়ু)

সাম্প্রতিক আন্দোলনের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। জনগণের ক্রমবর্ধমান এবং সুদৃঢ় প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে সরকার তার পূর্বের অবস্থান কিছুটা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে এবং ঘোষণা করেছে যে অ-হিন্দি ভাষী রাজ্যগুলিতে ইংরেজির ব্যবহার বহাল থাকবে যতদিন পর্যন্ত সেখানকার জনগণ এটি বহাল রাখা প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। দ্বিভাষা সূত্রের নামে এই তথাকথিত ফর্মুলাটি ওই আন্দোলনকে সামাল দেওয়া, আসল সমস্যাটিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া এবং একই সাথে শেষ পর্যন্ত ইংরেজির জায়গায় হিন্দিকে বসানোর সরকারি পদক্ষেপগুলি চালিয়ে যাওয়ার একটি ফাঁদ ছাড়া আর কিছুই নয়। যারা ইংরেজির জায়গায় হিন্দিকে শেষ পর্যন্ত বসাতে আপত্তি করেন না, শুধুমাত্র বলপূর্বক চাপিয়ে দেওয়ার বিরোধিতা করেন, যার গূঢ় অর্থ হল তারা সুকৌশলে ও সংগোপনে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী, তাদের দ্বিভাষা ফর্মুলায় সন্তুষ্ট থাকার কথা ছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে তারাও, অ-হিন্দিভাষী জনগণের সংগ্রামী মনোভাবের তীব্রতা এবং আন্দোলনের শক্তি লক্ষ করে সরকারের ভাষা নীতিকে ওপর ওপর নিন্দা জানিয়ে প্রকাশ্যে নানা বিবৃতি দিয়েছেন এবং দাবি করেছেন যে অ-হিন্দিভাষী রাজ্যগুলিতে হিন্দি ভাষার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষাকেও অনির্দিষ্ট কালের জন্য সহযোগী সরকারি ভাষা হিসেবে বহাল রাখার আইনি রক্ষাকবচ দেওয়া হোক। বস্তুত এই সমস্ত ব্যক্তিদের এবং সরকারের মধ্যে ভাষানীতি সংক্রান্ত কোনও পার্থক্য নেই, শুধুমাত্র সরকারি আশ্বাসের আইনি বাধ্যবাধকতাটুকু ছাড়া। এটা ঠিক যে এরকম আশঙ্কার কিছু সংগত কারণ আছে। সেটা এই যে আন্দোলন প্রত্যাহারের পরে সরকার সুযোগ পেলেই তার দেওয়া আশ্বাস ভুলে যেতে পারে এবং ইংরেজির ব্যবহার অব্যাহত রাখতে অস্বীকার করতে পারে (অতীতে এই জিনিস ঘটেছে)। এবং সেই জন্য সংবিধান এবং সরকারি ভাষা আইনের যথাযথ সংশোধনের মাধ্যমে এটিকে আইনগত ভাবে বাধ্যতামূলক করার প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু তবুও, হিন্দির পাশাপাশি ইংরেজিকেও অনির্দিষ্টকাল সরকারি ভাষা হিসাবে বহাল রাখার যে প্রকাশ্য আশ্বাস সরকার দিয়েছে তার প্রেক্ষাপটে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার মনোভাবের পেছনে নিতান্তই সংকীর্ণ স্বার্থে অহিন্দিভাষী জনগণের মানসিকতাকে ব্যবহার করার বাইরে আর কিছু নেই। অপরদিকে এই তথাকথিত দ্বিভাষা সূত্র অবশ্যই তাদের সন্তুষ্ট করতে পারে না যারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে হিন্দিকে জায়গা করে দেওয়া, তা এখনই হোক বা ভবিষ্যতে, বলপূর্বক বা শান্তিপূর্ণ উপায়ে হোক, পুরোপুরি জনস্বার্থের বিরোধী একটি পশ্চাদমুখী পদক্ষেপ।

সারা দেশে অহিন্দিভাষী রাজ্যগুলির সাম্প্রতিক ঘটনাবলি আবারও প্রমাণ করে যে এই পর্যায়ে খেয়াল খুশি মতো কলমের একটি খোঁচায় বহু জাতীয় ভাষাগুলির মধ্যে একটি ভাষা, যেমন হিন্দিকে আমাদের মতো বহু উপজাতি অধ্যুষিত দেশে একমাত্র সরকারি ভাষা করা মুর্খামি ছাড়া আর কিছু নয়। ভাষার প্রশ্নে জনসাধারণের মধ্যে যে তীব্র অসন্তুষ্টি রয়েছে, সেটা বিবেচনা করলে প্রথমত এটা স্পষ্ট বোঝা যাবে যে ভাষার প্রশ্নের গুরুত্ব খাটো করে দেখলে তা হবে অতিশয় অজ্ঞানতাপ্রসূত কাজ এবং দ্বিতীয়ত যেহেতু ভাষার প্রশ্নটি আমাদের সংবিধানের ধারা অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে, তাই নতুন করে এই বিষয়ে পুনরায় আলোচনার অবতারণা করা যায় না — এই ধরনের চিন্তা হবে খুবই ভ্রান্ত যুক্তি চর্চা করা। অপর দিক থেকে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এই দাবি করে যে ভাষার প্রশ্নটিকে পুনরায় নতুন ভাবে পুনরুজ্জীবিত করে সারা দেশব্যাপী আলোচনার মাধ্যমে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সমাধান করে জনগণের ঐক্যে যে ফাটল ধরেছে তাকে দৃঢ়বদ্ধ করতে হবে। এবং সেই উদ্দেশ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ ও পক্ষপাতশূন্য আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ভাষার প্রশ্নটিকে, অন্তত তার প্রধান দিকগুলি আলোচনা করা খুবই জরুরি।

'সোস্যালিস্ট ইউনিটি'র আগের একটি সংখ্যায় (জুন, ১৯৬৩) এই বিষয়ে আমরা আমাদের সুচিন্তিত মতামত রেখেছি। ভাষার প্রশ্নে আজও যে বিভ্রান্তি বিরাজ করছে সেই পরিস্থিতিতে আমরা মনে করি যে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে আমাদের বক্তব্য পুনরায় জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা যা দেশের জনগণকে প্রকৃত সমস্যাগুলি উপলব্ধি করাতে এবং সঠিক পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করবে।

মূল প্রশ্নে ঢোকার আগে আমরা এটি স্পষ্ট করে দিতে চাই যে ভারতের সরকারি ভাষার প্রশ্ন এবং আমাদের মতো বহু উপজাতি (nationalities) অধ্যুষিত দেশে একটি একক সর্বজাতীয় ভাষার উদ্ভবের প্রশ্ন এক নয়। যদিও অনেক তথাকথিত পণ্ডিত একটিকে অন্যটির সাথে গুলিয়ে ফেলছেন। আমাদের সুচিন্তিত মতামত হল আমাদের দেশে ভাষার প্রশ্নের সাথে সম্পর্কিত সমস্যাগুলি নিম্নরূপ ঃ

সরকারি ভাষা বা সংযোগকারী ভাষা কী হওয়া উচিত? শিক্ষার মাধ্যম কী হওয়া উচিত? রাজ্যের অভ্যন্তরীণ কাজকর্মের জন্য সরকারি ভাষা কী হবে? এবং ভারতের মতো বহু উপজাতি অধ্যুষিত দেশে একটি একক জাতীয় ভাষার উদ্ভবের প্রক্রিয়া কী?

ইংরেজি রাখার বিরুদ্ধে কিছু যুক্তির পুনঃনিরীক্ষা

ইংরেজির বদলে হিন্দিকে ভারতের সরকারি ভাষা হিসাবে কোন যুক্তিতে আনা হচ্ছে? এই পরিবর্তনের সমর্থকরা যে যুক্তিটি উত্থাপন করে থাকেন তা

হল যে জাতীয় সংহতি সাধনের জন্য প্রতিটি জাতীয় রাষ্ট্রের একটি সরকারি ভাষা থাকা দরকার এবং যেহেতু ভারতের মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ মানুষের মাতৃভাষা হিন্দি, তাই হিন্দিই ভারতের সরকারি ভাষা হওয়ার সর্বোচ্চ দাবি রাখে। এই অনুমান তথ্যগতভাবে সত্য নয় এবং বর্তমান আলোচনার সাথে যুক্ত বিষয়গুলি নিষ্পত্তি করার দিক থেকে এর কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই। এমন অনেকগুলি জাতীয় রাষ্ট্র রয়েছে, যেগুলির একাধিক সরকারি ভাষা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ কানাডার দু'টি সরকারি ভাষা রয়েছে, ইংরেজি এবং ফরাসি। সুইজারল্যান্ডের চার চারটি সরকারি ভাষা রয়েছে। যুগোস্লাভিয়া এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে সমস্ত উপজাতির সব ভাষাই সরকারি ভাষা। তাই এটা সত্য নয় যে প্রতিটি জাতীয় রাষ্ট্রের সরকারি ভাষা হিসেবে একটিমাত্র ভাষা থাকতে হবে। আবার হিন্দিকে ভারতের সরকারি ভাষা করার সরকারি নীতির সমর্থকরা, হিন্দিকে কেমন করে সমগ্র ভারতের একটিমাত্র সর্বজাতীয় ভাষা (single all national language) করা যায় সেইটাই আসলে বিবেচনা করছে, যদিও মুখে তারা এটিকে সরকারি ভাষা করার কথা বলছে। অন্যথায়, হিন্দি ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় সংহতি অর্জনের যুক্তি পেশ হত না। তাই এইভাবে হিন্দিকে ভারতের সরকারি ভাষা হিসাবে ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে আসলে হিন্দিকে সমগ্র ভারতের একমাত্র জাতীয় ভাষা হিসাবে গণ্য করার মারাত্মক বিপদেরই সূচনা করল।

এমনকী যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া হয় — যদিও এমন অনুমানটি তথ্যগতভাবে ঠিক নয় —যে প্রতিটি জাতীয় রাষ্ট্রের একটি একক ভাষা সরকারি ভাষা হিসাবে থাকতে হবে, তাহলে এখানে ইংরেজিকে সেই সরকারি ভাষা হিসাবে রাখলে ক্ষতি কী? ভারতের সরকারি ভাষা হিসাবে ইংরেজিকে রাখার বিরোধিতা করে সরকারের মুখপাত্ররা প্রধানত দুটি যুক্তির অবতারণা করেছেন। তাদের প্রথম যুক্তি হল যে ইংরেজি যেহেতু একটি বিদেশি ভাষা তাই এটি ভারতের সরকারি ভাষা হতে পারে না। তাদের দ্বিতীয় যুক্তি হল ইংরেজি একটি বিদেশি ভাষা হওয়ায় সরকারি ভাষা হিসেবে এর ব্যবহার অব্যাহত রাখা আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের স্বার্থের পরিপন্থী। আর একটি দল আছে যাঁরা তৃতীয় যুক্তি উপস্থাপনা করেন। তাঁরা যুক্তি দেখান যে ভারতের সরকারি ভাষা হিসাবে ইংরেজিকে রাখা, আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষা পেতে সক্ষম মুষ্টিমেয় লোকেদের মধ্যে রাজনীতি এবং উন্নত চিন্তাকে সীমাবদ্ধ রাখার একটা কায়েমি স্বার্থবাদী সুপরিকল্পিত প্রয়াস। আমাদের সুচিন্তিত মতামত হল, এই যুক্তিগুলি ভিত্তিহীন, তবুও আসুন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের আধারে সেগুলো একে একে পরীক্ষা করে নিই।

প্রথম যুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা যাক ঃ কেবলমাত্র উৎপত্তি স্থলের দিকটি ছাড়া আমরা ইংরেজিকে কীভাবে একটি বিদেশি ভাষা হিসাবে অভিহিত করতে পারি? একটি বিশেষ দেশে বিশেষ একটি ভাষা বিদেশি বলে গণ্য হবে কি না, তা স্থির করতে ওই ভাষার উৎপত্তিস্থানকে চূড়ান্ত ভিত্তিস্থল হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। আমরা সকলেই জানি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইংরেজির উৎসস্থল নয়। আমেরিকানদের কি তাহলে ইংরেজিকে একটি বিদেশি ভাষা হিসাবে বিবেচনা করা উচিত? কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে এর উৎপত্তি হয়েছে, শুধু একজন নির্বোধই এমনটা ভাবতে পারে। আগেই বলা হয়েছে, কানাডায় ইংরেজি এবং ফরাসি উভয়ই সরকারি ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই দুটি ভাষার কোনওটিই কানাডায় উৎপত্তি হয়নি। তবুও কোনও কানাডাবাসী এদের মধ্যে কোনও একটিকেও বিদেশি ভাষা হিসাবে স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না। ল্যাটিন আমেরিকার বেশিরভাগ দেশের সরকারি ভাষা হল স্প্যানিশ যার উৎপত্তিস্থল হল স্পেন, কিন্তু এইসব দেশের জাতিগুলি স্প্যানিশকে একটি বিদেশি ভাষা বলে কখনই মনে করেন না। ভিনদেশের মাটিতে জন্মানো এই ভাষাগুলোকে বিদেশি না ভাবা কি এই সব দেশের মানুষদের ভুল? না, এ তাদের ভুল নয়। তাই একটি বিশেষ দেশের কোনও ভাষাকে বিদেশি হিসেবে গণ্য করা হবে কি হবে না তা নির্ধারণ করতে দু'টি বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে। প্রথমটি হল সেই ভাষাটি একটি বিশেষ দেশের ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী কোনও জনগোষ্ঠীর মানুষের কথ্য ভাষা বা মাতৃভাষা কি না এবং দ্বিতীয়টি হল সেই ভাষাটি কোনও জনগোষ্ঠীর মানুষের উন্নততর চিন্তার বাহন কি না। যে ভাষার মধ্য দিয়ে উপরোক্ত এই দু'টি দিকই প্রতিপালিত হয়, তাকে বিদেশি ভাষা বলা যায় না, তার উৎপত্তিস্থল যে দেশেই হোক না কেন। ইংরেজি, ফরাসি এবং স্প্যানিশ যেহেতু উপরে উল্লিখিত দেশগুলিতে এই দু'টি শর্ত পূরণ করে, তাই সেগুলি সেই সব দেশে বিদেশি ভাষা হিসাবে গণ্য হয় না। আমাদের দেশেও ইংরেজি এই দু'টি শর্ত সম্পূর্ণভাবে পূরণ করে। এটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান জনগোষ্ঠীর মানুষদের কথ্য ভাষা, মাতৃভাষা, যারা অন্য যেকোনও জনগোষ্ঠীর মানুষের মতোই ভারতীয়। উন্নত চিন্তা ও সংস্কৃতির আদান প্রদানের মাধ্যম হিসাবে আমাদের দেশে এই ভাষাটি সূচনা থেকেই সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে আসছে। সুতরাং যুক্তির দিক থেকে ইংরেজিকে বিদেশি ভাষা বলা যাবে না। এটি অসমীয়া, বাংলা, হিন্দি প্রভৃতির মতোই ভারতের জাতীয় ভাষা। এছাড়া কেউ অস্বীকার করতে পারেন না যে আমাদের আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমরা এখনও ইংরেজিকে পরিত্যাগ করে আমাদের নিজ নিজ মাতৃভাষাকে উচ্চ শিক্ষা

এবং উচ্চতর চিন্তার বাহন হিসেবে উন্নীত করতে পারিনি। একটি ভাষা যা আমাদের জীবনের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত এবং আমাদের সংস্কৃতিকে অন্তরঙ্গরূপে লালন-পালন করে চলেছে, তাকে কি বিদেশি ভাষা হিসাবে চিহ্নিত করা যায়? "আংরেজি হটাও" স্লোগানের কট্টর সমর্থকেরা দয়া করে এই প্রশ্নটি নিয়ে একটু খতিয়ে দেখুন।

এবার দ্বিতীয় যে যুক্তিটির অবতারণা করা হয়েছে সেটির বিশ্লেষণ মূলক পর্যালোচনা করে দেখা যাক। যদি শুধুমাত্র তর্কের খাতিরেও ধরে নেওয়া হয় যে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ইংরেজি একটি বিদেশি ভাষা -- যে অনুমানটি সংশয়াতীতভাবে ভ্রান্ত -- তার জন্য সরকারি ভাষা হিসেবে এর অব্যাহত ব্যবহার কীভাবে ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করতে পারে? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইংরেজি, কানাডায় ইংরেজি এবং ফরাসি, ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে স্প্যানিশকে সরকারি ভাষা হিসাবে ব্যবহার করার ফলে এই দেশগুলির জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব কি কোনও ভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে? তা একেবারেই হয়নি। তাহলে কেন সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজির ব্যবহার আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করবে? একটি বিশেষ দেশে সরকারি ভাষা হিসাবে একটি নির্দিষ্ট ভাষা গ্রহণ করার সঙ্গে সেই দেশের জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব দুর্বল বা শক্তিশালী হওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই। এছাড়া আমাদের দেশে ইংরেজির ভূমিকা পর্যালোচনা করলে এ ধরনের আশঙ্কার কোনওরকম ছায়া আমরা দেখতে পাব না। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা দেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন করেছিল ভারতীয় জনগণকে পাশ্চাত্যের প্রগতিশীল চিন্তাধারা ও ধারণার সাথে পরিচিত করার লক্ষ্যে নয় বরং নিজেদের জন্য প্রয়োজনীয় ইংরেজি জানা এক দল শিক্ষিত 'নেটিভদের' (অর্থাৎ এ দেশীয়দের) তৈরি করার উদ্দেশ্যে যাতে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসন এবং সাম্রাজ্যবাদী শোষণ অপ্রতিহত এবং কার্যকরি ভাবে তারা চালিয়ে যেতে পারে। ইংরেজি শিক্ষা নিঃসন্দেহে ভারতের সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের এই স্বার্থ পূরণ করেছিল। কিন্তু ইংরেজি জানা 'নেটিভ' কেরানিদের একটি গোষ্ঠী তৈরির পাশাপাশি এটি বুদ্ধিজীবীদেরও জন্ম দিয়েছে যারা আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে পথিকৃৎ। আমরা কখনই ভুলতে পারি না যে এই অগ্রগামী অংশ টোল-মাদ্রাসার সৃষ্টি নয়, বরঞ্চ ইংরেজি শিক্ষার ফসল। দেশের পরাধীনতার যুগে ইংরেজি ভাষা যদি ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী উপজাতি, যাঁরা সামন্তী পৃথকতাবাদের প্রভাবে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে একটি অভিন্ন মন মানসিকতা গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে একটি একাত্মতার জন্ম দিতে সাহায্য

করে থাকে এবং তারই মধ্য দিয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধারণা বিকশিত করতে ও আরও উন্নত করতে অপরিহার্য পরিপূরক অবস্থার জন্ম দিয়ে থাকে, জনগণকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ করে থাকে, ভারতীয় জাতীয় মুক্তি আন্দোলন পরিচালনায়, ভারতীয় জাতিসত্তা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সাহায্য করে থাকে এবং এই সবেরই পরিণামে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনে সাহায্য করে থাকে, তাহলে স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার পরবর্তী সময়ে সেই ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসাবে বহাল রাখলে তা জাতীয় স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করবে এই ধরনের চিন্তা কি নিতান্তই অবাস্তব এবং ভ্রান্ত নয়? বিশেষ কোনও ভাষা বা কোনও সরকারি ভাষাই প্রকৃতপক্ষে একটি দেশের জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব খর্ব করে না, পক্ষান্তরে সেটি করে বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ বন্ধন বা সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ, কর্তৃত্ব ও শোষণই তা অনিবার্য করে তোলে। এই প্রশ্নে ভারতের অবস্থান কী? আমাদের দেশের মন্ত্রী এবং একচেটিয়া পুঁজিপতিরা যারা সরকারি ভাষা হিসাবে ইংরেজিকে বহাল রাখা জাতির পক্ষে অপমানজনক এই অভিযোগ এনে ইংরেজিকে আক্রমণ করার কোনও সুযোগ হাতছাড়া করেন না, তারা আমাদের দেশে বিদেশি লগ্নি-পুঁজিকে আমন্ত্রণ জানাতে এবং তাকে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সস্তা শ্রমশক্তি ক্রমবর্ধমান মাত্রায় শোষণের অনুমতি দিতে বিন্দুমাত্র অপমান বোধ করেন না। এমনকী স্বাধীনতার পরও সাম্রাজ্যবাদী সংগঠন ব্রিটিশ কমনওয়েলথের একান্ত বশংবদ হয়ে থাকাকে তারা জাতির অপমান বলে মনে করেন না। এমনকী এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার দুর্বল জাতিগুলির শান্তি, জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে বিপন্ন করার দুষ্কার্যে সারা বিশ্বে কুখ্যাত যেসব ব্রিটিশ এবং মার্কিন সামরিক জেনারেল, তাদেরকে তারাই আবার আমাদের দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করা এবং দেখভাল করার সুযোগ সুবিধা দিয়ে দেশের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সব কিছু জেনে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়াকে বিন্দুমাত্র উদ্বেগজনক বলে মনে করেন না। ভাগ্যের কি পরিহাস! যাদের কাছ থেকে আমরা শুনছি যে সরকারি ভাষা হিসাবে ইংরেজির নিরবচ্ছিন্ন ব্যবহার জাতির পক্ষে অপমান, তারাই তথাকথিত আনুকুল্য ও ঋণের বিনিময়ে আমাদের প্রায় পুরো দেশটাকেই ডলার-ভগবানের কাছে বিক্রি করার কাজে লিপ্ত। আবার, যারা সর্বদাই ইংরেজির নিন্দায় সবচেয়ে বেশি গলাবাজি করে, তারা নিজেরাই তাদের ছেলে-মেয়েদের ভারতে ইংরেজি মাধ্যম স্কুল ও কলেজে ভর্তি করার জন্য সবচেয়ে বেশি সক্রিয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ শুধুমাত্র প্রাথমিক শিক্ষার জন্য এমনকী ইংল্যান্ড বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যয়বহুল অভিজাত পাবলিক

(বেসরকারি আবাসিক বিদ্যালয়) স্কুল ছাড়া অন্য কোনও স্কুলে তাদের ছেলে-মেয়েদের ভর্তি করার কথা ভাবতে পারে না। ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীর অবস্থান তার একটি নিখুঁত উদাহরণ। তিনি হিন্দিকে সরকারি ভাষা হিসাবে রাখার প্রবক্তা কিন্তু নিজে তাঁর নাতিদের ইংল্যান্ডের পাবলিক স্কুলে ভর্তি করাতে দ্বিধা করেননি। এই নেতারা যদি সত্যিই তাঁদের যুক্তিকে সত্য বলে মানতেন, তাহলে তারা সম্ভবত তাদের সন্তানদের ইংল্যান্ড, আমেরিকা বা ভারতের নামীদামি (aristocratic) ইংরেজি মাধ্যম স্কুল ও কলেজগুলিতে পাঠাতেন না। কিন্তু যেহেতু তাঁরা জানেন যে আরও বহু বছর ধরে ইংরেজি জানা ব্যক্তিরাই উচ্চপদে ক্ষমতাসীন থাকবে, তাই তাঁরা তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের সর্বোত্তম ইংরেজি শিক্ষা দেওয়ার প্রশ্নে কোনও সুযোগই হাতছাড়া করছেন না। অথচ তাঁরাই আবার সাধারণ হিন্দিভাষী মানুষদের ইংরেজি পরিত্যাগ করতে বলছেন। এটা কি দ্বিচারিতা নয়?

এখন তৃতীয় যুক্তিটি পরীক্ষা করে দেখা যাক। এর প্রবক্তারা বলছেন ভারতের সরকারি ভাষা হিসাবে ইংরেজিকে বহাল রাখলে মুষ্টিমেয় কিছু ইংরেজি জানা ব্যক্তিদের মধ্যে রাজনীতি এবং উচ্চ চিন্তা-ভাবনা সীমাবদ্ধ থাকবে। যে ভদ্রলোকেরা অপরিণত বুদ্ধির জন্য এরকম তর্ক করেন তাঁরা নিতান্তই করুণার পাত্র। কারণ তাঁরা সরকারি ভাষার সঙ্গে শিক্ষার মাধ্যমকে গুলিয়ে ফেলেন। এটা বোঝা দরকার যে বর্তমানে আমাদের আলোচ্য বিষয় যে সরকারি ভাষা, তার সঙ্গে শিক্ষার অগ্রগতি এবং গণনিরক্ষরতা দূরীকরণের সমস্যাটির কোনও সম্পর্ক নেই। বিষয়টি শিক্ষার মাধ্যমের প্রশ্ন যা আমরা এখন আলোচনা করব। সরকারি ভাষা যাই হোক, হিন্দি বা ইংরেজি অথবা উভয়ই, ছাত্রদের মাতৃভাষা হবে নিম্ন থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম যা আমাদের জনগণকে রাজনীতি এবং অন্যান্য বিষয়ে উচ্চচিন্তা ও জ্ঞান অর্জনের সম্পূর্ণ সুযোগ দেবে। ইংরেজিকে সরকারি ভাষা হিসাবে বহাল রাখলে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ রাজনীতি এবং কলা ও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় জ্ঞানার্জন বাধাপ্রাপ্ত হবে এই যুক্তি করা ভুল।

শিক্ষার মাধ্যম

তাই ইংরেজিকে ভারতের সরকারি ভাষা হিসাবে বহাল রাখার বিরুদ্ধে 'আংরেজি হটাও' স্লোগানের প্রবক্তাদের তিনটির যুক্তির কোনওটাই যুক্তিবিজ্ঞানের পরীক্ষায় টেকে না। এখন ভাষার প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন বিষয়গুলি পরীক্ষা করে দেখা যাক। প্রথমটি হল শিক্ষার মাধ্যম সংক্রান্ত বিষয়। আমাদের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার মাধ্যম কী হওয়া উচিত?

শিক্ষার বিস্তার ও গুণমান উভয় স্বার্থে সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত শিক্ষাদান শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষায় দেওয়া উচিত--এটা সর্বজন স্বীকৃত এবং সরকারও তা দিতে দায়বদ্ধ। তাই সরকারি ভাষা যাই হোক না কেন শিক্ষা এবং পরীক্ষার মাধ্যম হিসেবে অনন্তকাল ইংরেজি চালিয়ে যাওয়া বা অহিন্দিভাষী রাজ্যে ইংরেজির পরিবর্তে হিন্দি চালু করার প্রশ্নটি কিছুতেই বিবেচিত হতে পারে না। অহিন্দিভাষী রাজ্যগুলিতে তাদের নিজস্ব জাতীয় ভাষা থাকা উচিত (ভারতীয় সংবিধানে অন্যায় ভাবে 'আঞ্চলিক ভাষা' বলা হয়েছে) এবং হিন্দিভাষী রাজ্যগুলিতে শিক্ষার সমস্ত স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিন্দি হওয়া উচিত।

মধ্যবর্তী সময়ে ইংরেজির প্রতি কোনও অবহেলা নয়

শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনটি শর্ত পূরণ করতে হয়। প্রথমত, ভারতের বিভিন্ন জাতীয় ভাষা, যেগুলি আমাদের ছাত্রছাত্রীদের মাতৃভাষা, সেগুলি এতটাই সমৃদ্ধ হওয়া উচিত, যাতে কেবল শিল্প ও সাহিত্য নয়, দর্শন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, আইনশাস্ত্র (jurisprudence) সহ জ্ঞানজগতের অন্যান্য শাখাতেও সাম্প্রতিকতম এবং সবচেয়ে সূক্ষ্ম ও জটিল চিন্তা-ভাবনা প্রকাশ করতে পারে। দ্বিতীয়ত, বর্তমানে প্রচলিত রীতির মতো ইংরেজি মাধ্যমে নয়, শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত পড়াতে সক্ষম এমন পর্যাপ্ত সংখ্যক যোগ্য শিক্ষক থাকা দরকার। তৃতীয়ত, জ্ঞানের সব শাখায় উচ্চ মানসম্পন্ন বই থাকা দরকার এবং আমাদের দেশের হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের সমস্ত বিচার সংক্রান্ত তেরোটি জাতীয় ভাষায় উচ্চমান সম্মত অনুবাদ থাকা দরকার (সংস্কৃত বাদ দেওয়া যেতে পারে)। আমাদের আত্মম্ভরী হওয়া উচিত নয় এবং এটাও জোর দিয়ে বলা উচিত নয় যে এই সব শর্তগুলি আমরা পূরণ করে ফেলেছি। বাস্তব সত্য হচ্ছে আমাদের সমস্ত সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমরা এই কাজগুলি এখনও সম্পূর্ণ করতে পারিনি এবং সেই কারণেই ইংরেজিকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে রাখতে হয়েছে। তাই এখন একমাত্র যুক্তিসঙ্গত রাস্তা হল জাতীয় ভাষাগুলির সর্বাত্মক বিকাশের জন্য নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করা এবং এই তিনটি শর্তকে যথাসম্ভব কম সময়ের মধ্যে পূরণ করে ফেলা যাতে আমরা অদূর ভবিষ্যতে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত অধ্যয়ন এবং গবেষণার কাজে ব্যবহার করতে পারি। যত দিন পর্যন্ত এটা না হচ্ছে ততদিন আমরা ইংরেজিকে অবহেলা কবতে পারি না। যেহেতু মাতৃভাষাগুলিকে আমরা শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে উপযুক্তভাবে বিকশিত করতে

পারিনি, তাই প্রাথমিকে ও মাধ্যমিকে ইংরেজিকে অবহেলা করা যায় না, করলে স্নাতকোত্তর স্তরে শূন্যতার সৃষ্টি হবে, যেহেতু আমরা এখনও শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরেজি রাখতে বাধ্য হচ্ছি। এটা উপলব্ধি করতে হবে যে যদিও আমরা প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার সমস্ত স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে আমাদের মাতৃভাষাতে চলে যেতে চাই (switch over) কিন্তু মাতৃভাষাকে হীনবল রেখে এবং শিক্ষার গুণমানের অবনমন ঘটিয়ে আমরা তা করতে চাই না। আমাদের অবশ্যই পরিবর্তনে যেতে হবে কিন্তু তা সম্ভব হবে তখনই যখন সম্পূর্ণ পরিবর্তন বাস্তবে সম্ভব। এই ধরনের পরিবর্তন কখনওই ইংরেজিকে অবহেলা করতে বলে না। আমরা ভালভাবে ইংরেজি আয়ত্ত করে তারপরেই তাকে বাদ দিতে পারি এবং আমাদের মাতৃভাষা অবলম্বন করতে পারি তখনই যখন এই পরিবর্তনের জন্য পরিস্থিতি সুপরিপক্ক হয়ে উঠেছে। ইংরেজিকে ধীরে ধীরে সরানোর (replacement) তত্ত্বটি একটি জাতিগত মনোবৃত্তির জন্ম দিয়েছে, যা আবার ইংরেজিকে অবজ্ঞা করতে উৎসাহিত করছে। অথচ যে ভাষাটি এখনও আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষার একমাত্র চাবিকাঠি, যার ফলে আমাদের শিক্ষার মান সার্বিকভাবে নিচে পড়ে গেছে। সুতরাং যে সকল সম্মাননীয় শিক্ষকবৃন্দ, যাঁরা আমাদের স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ করা ছাত্রছাত্রীদের ক্রমনিম্নগামী গুণমানের জন্য শুধুমাত্র ইংরেজিকে বহাল রাখাকে দায়ী করছেন, তাঁদের উপলব্ধি করতে হবে যে, এই যে একই সময়ে একদিকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজির অবহেলা আর অন্য দিকে একই সাথে স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে এটিকে আমরা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে রাখতে বাধ্য হয়েছি এবং সরকারের বর্তমান শিক্ষানীতির পাশাপাশি শিক্ষার সর্বোচ্চ পর্যায়ে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে চালু করতে আমাদের ব্যর্থতা -- এসবের সম্মিলিত ক্রিয়াই শিক্ষার মানের ক্রমবর্ধমান পতনের জন্য দায়ী।

রাজ্যের অভ্যন্তরীণ কাজের জন্য সরকারি ভাষা

আসুন, এখন ভাষা প্রশ্নে জড়িত দ্বিতীয় বিষয়টি দেখা যাক। রাজ্যের অভ্যন্তরীণ কাজের জন্য সরকারি ভাষা কী হবে? ভারত একটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দেশ, যেখানে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণি ক্ষমতাসীন এবং আমাদের জনগণ খুব সামান্যই গণতন্ত্রের অধিকারী। এমনকী কার্যকরীভাবে কাজকর্ম পরিচালনার জন্য এই বুর্জোয়া গণতন্ত্রেও তার প্রশাসন যন্ত্র এবং অন্যান্য রাষ্ট্র ও সরকারি সংস্থার গণতন্ত্রীকরণের প্রয়োজন আছে। **রাজ্যের অভ্যন্তরীণ** সরকারি কাজের জন্য রাজ্যের জনগণের জাতীয় ভাষা গ্রহণ করা হল গণতন্ত্রীকরণের পূর্বশর্ত। এটা না

করার অর্থ বাস্তবে রাজ্যের বিপুল জনগণকে সরকারি কাজে অংশ নেওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। এই পরিস্থিতির কারণে, একমাত্র এটিই যুক্তিসঙ্গত যে নিম্নআদালত থেকে হাইকোর্ট পর্যন্ত সমস্ত কাজ সহ রাজ্যের অভ্যন্তরীণ সরকারি কাজগুলি, ভাষাগত সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করে, সংশ্লিষ্ট রাজ্যের জনগণের মাতৃভাষায় করা উচিত। অন্তত কাগজে-কলমে এই নীতির প্রতি বিভিন্ন সরকার দায়বদ্ধতা স্বীকার করেছে।

সংযোগকারী ভাষার প্রশ্ন

ভাষার প্রশ্নকে ঘিরে এখন নিম্নলিখিত বাকি বিষয়গুলো দেখা দরকার। যেহেতু বিভিন্ন ভাষাভাষী উপজাতির (nationalities) বিশেষ বিশেষ ভাষা তাদের শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে থাকবে, কিন্তু উচ্চ চিন্তার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে আদান প্রদানের এবং ভাব বিনিময়ের একটি মাধ্যমের প্রয়োজন রয়েছে। উন্নত চিন্তার ক্ষেত্রে আদান প্রদানের মাধ্যম কী হবে? আবার বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সংযোগের জন্য সরকারি ভাষা কী হওয়া উচিত? তাছাড়া আন্তর্জাতিক সংযোগের বিষয়টিও রয়েছে। এই সমস্ত কিছুর সাথে সংযোগের মাধ্যমের প্রশ্নটি জড়িয়ে আছে। এই সংযোগের ভাষা কী হওয়া উচিত? সেটি কি ইংরেজি হওয়া উচিত নাকি হিন্দি? সংযোগকারী ভাষা নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন, সুবিধাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী নয়। তা না হলে একটি নির্দিষ্ট ভাষাকে সংযোগের ভাষা হিসাবে গ্রহণ করে একটি বিশেষ ভাষিক জনগোষ্ঠীকে অন্যান্য ভাষিক জনগোষ্ঠীর তুলনায় সরকারি চাকরি ইত্যাদি পাওয়ার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া হবে। এই সংযোগের ভাষা কি হবে তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে কত শতাংশ মানুষ একটি ভাষায় কথা বলে সেটি বিবেচনার বিষয় হতে পারে না। বরং যে বিষয়গুলো আমাদের বিবেচনা করতে হবে তা হল আমাদের এমন একটি ভাষাকে সংযোগের ভাষা হিসেবে বেছে নেওয়া উচিত যা (১) দেশের যে কোনও ভাষিক জনগোষ্ঠীর মনে তাদের মাতৃভাষার বিকাশ নিয়ে আশঙ্কা তৈরি করবে না এবং জনগণের ঐক্য ক্ষতিগ্রস্ত করবে না। (২) সাংস্কৃতিক বিপর্যয় ডেকে আনবে না এবং (৩) বিদ্যমান পরিস্থিতিতে জনগণকে তাদের নিত্যনৈমিত্তক কাজে ঝঞ্ঝাটে ফেলবে না। যে ভাষা উপরে উল্লিখিত সমস্যাগুলির সর্বোত্তম সমাধান করতে সক্ষম, সেটিই হবে সংযোগের ভাষা। সেই দিক থেকে বিবেচনা করলে, নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য হিন্দি নয় ইংরেজিরই সংযোগের মাধ্যম হওয়া উচিত। প্রথমত, ভাষাটি ইংরেজি বা হিন্দি যাই হোক না কেন, এর অর্থ হবে যে অহিন্দিভাষী মানুষ,

যারা ভারতের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬০ শতাংশ, তাদের নতুন একটি ভাষা শিখতে হবে নিজ নিজ মাতৃভাষার পাশাপাশি, যেটি শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে তাদের চর্চা করা অবশ্যকর্তব্য। একটি নতুন ভাষা শেখার ক্ষেত্রে যে কেউ ইংরেজির মতো সমৃদ্ধ আধুনিক ভাষাকেই অগ্রাধিকার দেবে যা সমস্ত আধুনিক সাহিত্য সংক্রান্ত, দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনা প্রকাশ করতে সক্ষম। কারণ আমরা সবাই জানি ভাষা একটি মাধ্যম, একটি হাতিয়ার, যার সাহায্যে মানুষ একে অপরের সাথে যোগাযোগ করে, চিন্তার বিনিময় করে এবং একে অপরকে অনুভব করতে পারে। ভাষা কেবল চিন্তার আদান-প্রদানের একটি মাধ্যমই নয়, তার বাইরেও ভাষা হচ্ছে গোটা চিন্তাপ্রক্রিয়ার বাহন (vehicle of thought)। মানুষ শূন্যে চিন্তা করে না। সে ভাষার সাহায্যে চিন্তা করে। মানুষের মনে যে চিন্তাই আসুক না কেন, সেগুলি শুধুমাত্র ভাষার উপাদান, ভাষার শব্দাবলি এবং বিশেষ অর্থবহ শব্দগুচ্ছের ভিত্তিতেই উদ্ভূত হয় এবং বিদ্যমান থাকে। ভাষার উপাদান থেকে বিচ্ছিন্ন কোনও চিন্তা হতে পারে না। ভাষা হচ্ছে চিন্তারই একটি অভিব্যক্তি। সেজন্যই আপেক্ষিক অর্থে একটি অনগ্রসর এবং অনুন্নত ভাষা চিন্তার সংযোগের মাধ্যম হিসাবে কেবলমাত্র দুর্বল নয় তা উচ্চতর ও আধুনিক চিন্তা প্রকাশে অক্ষম। একই সাথে এটি উন্নত চিন্তা ব্যক্ত করার ক্ষেত্রেও বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যে ব্যক্তি কেবল একটি অনগ্রসর ভাষাই জানেন, তাঁর পক্ষে উচ্চ চিন্তা উপলব্ধি করা অসম্ভব। সুতরাং বিভিন্ন ভাষাভাষী উপজাতিদের (nationalities) মধ্যে উচ্চ চিন্তা চর্চার ক্ষেত্রে যদি আপাত অনুন্নত হিন্দিকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হয়, তাহলে অনিবার্যভাবে তার মধ্যে চিন্তাকে নিম্নগামী করার বিপদ লুক্কায়িত থাকবে যার পরিণামে দেশের জনসাধারণের সংস্কৃতিগত মানের অবনমন ঘটবে, এবং তার মারাত্মক পরিণাম থেকে হিন্দিভাষী ও অহিন্দিভাষী জনগণের কেউই মুক্তি পাবে না। প্রশ্ন উঠতে পারে যে -- কেন আমরা ইংরেজি গ্রহণ করব এবং ইংরেজির মতো অন্য কোনও সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী ভাষা গ্রহণ করব না? কারণটি খুবই সরল। যে ঐতিহাসিক অবস্থার মধ্যে আমরা অবস্থান করছিলাম, তাতে আমাদের ইংরেজিকে ভারতের সরকারি ভাষা হিসেবে গ্রহণ করতে হয়েছিল। এটি বিভিন্ন ভাষাভাষী উপজাতি অন্তর্গত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে উন্নত চিন্তার বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে এবং আমাদের দেশে উন্নত চিন্তার বাহন হিসেবে সফল ভাবে কাজ করেছে। এটি এখনও সাফল্যের সাথে সেই প্রয়োজনগুলিকেই পূরণ করে চলেছে। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী মানসিকতার দ্বারা অন্ধ হওয়া ছাড়া কেন আমরা এমন একটি শক্তিশালী হাতিয়ার পরিত্যাগ করব, যা ইতিহাস আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে? দ্বিতীয়ত, যদি

আমরা ইংরেজিকে যোগাযোগের ভাষা হিসাবে গ্রহণ করি, তবে এটি একই সাথে আন্তর্জাতিক যোগাযোগেরও একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে। তৃতীয়ত, এটি চিন্তার বিপুল বিশ্বের জানালা হিসেবেও কাজ করবে যা আমাদের দেশের সীমানার বাইরে রয়েছে। হিন্দির বর্তমান বিকাশের স্তরে এই উদ্দেশ্যটি আদৌ পূরণ করা যাবে না। চতুর্থত, হিন্দি ভারতের সরকারি ভাষা হলে এটি নিশ্চিতভাবে ভারতের অন্যান্য সমস্ত জাতীয় ভাষাগুলিকে (national languages) হিন্দির চেয়ে নিকৃষ্ট অবস্থানে ঠেলে দেওয়ার সরকারি প্রচেষ্টার দিকেই যাবে। এর ফলে এটি আমাদের জনগণের মধ্যে অনৈক্যের স্থায়ী বংশ বিস্তারের ভূমি হয়ে উঠবে। রাষ্ট্রীয় সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দির বিকাশে অধিকতর সুবিধা পাইয়ে দিলে, তা ভারতের অন্যান্য জাতীয় ভাষাগুলির বিকাশের সমান সুযোগের ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। এই আশঙ্কা এখন নিছক সংশয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। তা এখন বাস্তব সত্য হয়ে উঠেছে। ভারতের সরকারি ভাষা হিসাবে ইংরেজিকে গ্রহণ করলে ক্ষতিকারক যে প্রবণতাগুলির আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে সেগুলি দূরীভূত হবে এবং সকল জাতীয় ভাষাগুলির বিকাশের জন্য রাষ্ট্রের দেওয়া সমান সুযোগ ও সুবিধালাভের রাস্তা খুলে যাবে। পঞ্চমত, হিন্দিকে ভারতের সরকারি ভাষা হিসাবে গ্রহণ করলে জাতীয় সংহতির প্রক্রিয়া তরান্বিত হবে — এই ধরনের অবাস্তব মনগড়া চিন্তার বিপরীতে আমরা সবাই দেখছি যে এটি আমাদের জনগণের ঐক্যকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করেছে। সরকারি ভাষার সুযোগ সুবিধা যাই হোক না কেন আমরা এটা কিছুতেই ভুলতে পারি না যে এই সুযোগ সুবিধা জনগণের ঐক্য রক্ষা করার অনন্য যে মৌলিক প্রয়োজন তাকে কিছুতেই ছাপিয়ে যেতে পারে না। ভারতের সরকারি ভাষা হিসাবে ইংরেজিকে বহাল রাখার দ্বারা অন্ততপক্ষে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার ফলস্বরূপ জনগণের ঐক্য এবং সংহতির ক্ষেত্রে যে বিভাজনের সৃষ্টি হয়েছে সেই প্রক্রিয়াকে প্রতিহত করবে। ষষ্ঠত, যদি ইংরেজিকে সংযোগের ভাষা হিসাবে রাখা হয়, তাহলে ভাষা শেখার বিষয়টি ধরলে এটি সমস্ত প্রধান উপজাতিগুলিকে (nationalities) সমপর্যায়ে স্থাপন করবে। কারণ, সেক্ষেত্রে ভারতের প্রতিটি উপজাতিকে নিজস্ব মাতৃভাষা ছাড়া শুধুমাত্র ইংরেজি শিখতে হবে। কিন্তু হিন্দি সরকারি ভাষা হিসেবে গৃহীত হলে, যেহেতু ইংরেজি উন্নত চিন্তার জগতের একমাত্র চাবিকাঠি এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে ইংরেজিকে পুরোপুরি বাদ দেওয়া যাবে না, সেক্ষেত্রে অহিন্দিভাষী জনগণকে অবশ্যই ইংরেজি, হিন্দি এবং তাদের নিজস্ব মাতৃভাষা শিখতে হবে অথচ হিন্দিভাষী মানুষদের শুধুমাত্র ইংরেজি এবং মাতৃভাষা শিখতে হবে। তিনটি ভাষা শেখার জন্য শিক্ষার্থীদের উপর অবশ্যই

অত্যধিক চাপ পড়বে এবং এটি হবে একটি বৃহৎ অপচয়। এটি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের গৃহীত মতামত যার জন্য তাঁরা ছাত্রদের ন্যূনতম সংখ্যায় ভাষা শেখার পরামর্শ দিয়েছেন। ভারতের সরকারি ভাষা হিসাবে ইংরেজির অব্যাহত অবস্থান ভাষা শেখার সংখ্যা ন্যূনতম রাখতে সাহায্য করে । শিক্ষার ক্ষেত্রে দ্বিভাষা সূত্র একমাত্র তখনই বাস্তব হয়ে উঠতে পারে। এইভাবে, সমস্ত দিক বিবেচনা করে দেখলে হিন্দি নয় ইংরেজি সংযোগের ভাষা হওয়া উচিত, যা ভারতীয় সরকারি ভাষাও হওয়া উচিত।

একটি একক জাতীয় ভাষার বিকাশের নিয়ম

আমরা জানি যে এমন কিছু ব্যক্তি আছেন, তাঁদের সংখ্যা নগণ্য নয়, যাঁরা এত বিস্তৃত আলোচনার পরেও চূড়ান্ত অজ্ঞানতার শিকার হয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, "যেহেতু ইংরেজি কখনই সাধারণ মানুষের ভাষা হতে পারে না, সেহেতু আমাদের দেশে বিভিন্ন উপজাতির (nationalities) মানুষ যারা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে তাদের মধ্যে প্রতিদিনের ভাবের আদান প্রদানের ভাষা কী হওয়া উচিত?" এই সব ব্যক্তিদের দাবি হিন্দিকে ভারতের সংযোগী ভাষা করা উচিত। এই ভদ্রলোকদের প্রতি আমাদের উত্তর হল যে এ প্রশ্নই ওঠে না। কারণ এখনও কি আমরা হিন্দিকে আইনের মাধ্যমে ভারতের যোগাযোগের ভাষা না করেও প্রতিদিন সামাজিক আদান প্রদান করছি না? যাঁরা মনে করেন যে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ভারতের মতো বহু ভাষাভাষী দেশে হিন্দিকে একমাত্র সংযোগের ভাষা করা যেতে পারে তাঁরা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। এই ধরনের কোনও পদক্ষেপ আমাদের দেশে অহিন্দিভাষী জনসাধারণের মধ্যে হিন্দির বিরুদ্ধে মানসিক প্রতিরোধ আরও তীব্রতর করবে এবং হিন্দিভাষী ও অহিন্দিভাষী জনগণের মধ্যে পারস্পরিক অনৈক্যের স্থায়ী উৎস হয়ে উঠবে এবং এর ফলে একক সর্ব জাতীয় ভাষা বিকাশের প্রক্রিয়াটি বিলম্বিত হবে। সরকারি ভাষার মর্যাদা দেওয়ার দ্বারা বাস্তবে ভারতের মতো একটি বহু উপজাতি অধ্যুষিত দেশে একটি ভাষাকে একক সর্বজাতীয় ভাষা করা যায় না। একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে ইংরেজি ছিল ভারতের সরকারি ভাষা। আমাদের দেশে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হওয়ায় এর বাড়তি সুবিধাও ছিল। তবুও এটি ভারতের সাধারণ মানুষের কাছে বোধগম্য একক সর্ব-জাতীয় ভাষা হিসেবে গড়ে উঠতে ব্যর্থ হয়েছে। হিন্দিকে ভারতের সরকারি ভাষা করে মানুষকে তা শিখতে বাধ্য করা গেলেও এর চেয়ে ভাল ফলাফল আশা করা যায় না। একইভাবে তারাও ভুল যারা ভারতে রাতারাতি অর্ডারমাফিক একটি কৃত্রিম ভাষা তৈরি করে একটি

সর্বজাতীয় ভাষার সমস্যার সমাধানের কথা ভাবছেন। এস্পেরান্টোর (Esperanto) পরিণতি কী হয়েছিল তা এই ভদ্রলোকদের স্মরণে রাখা ভাল। আমাদের মত বহু উপজাতি বিশিষ্ট দেশে একটি একক জাতীয় ভাষার উদ্ভব কীভাবে ঘটে সেই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের অবশ্যই ভাষার বিকাশের নিয়মটি জানতে হবে। নিয়মটি জেনে এবং সঠিকপথে কাজ করার মাধ্যমে আমরা একটি একক জাতীয় ভাষার বিকাশের প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করতে পারি। এই নিয়মটি কি?

ভাষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া যার উদ্ভব এবং বিকাশ হয় সমাজের উত্থান ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে। সমাজের বাইরে ভাষার অস্তিত্ব নেই। সুতরাং, ভাষা ও তার বিকাশের নিয়মগুলি একমাত্র তখনই বোঝা যাবে যখন সমাজ বিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে যে মানুষদের ভাষা নিয়ে কথা হচ্ছে তাদের ইতিহাস ও ভাষাকে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করে চর্চা হবে। সমাজ এবং মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ভাবনা-ধারণার বিনিময় একটি নিরবচ্ছিন্ন ও অপরিহার্য (vital) প্রয়োজন। কারণ, এগুলি ছাড়া প্রকৃতির শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিরত মানুষের কর্ম প্রক্রিয়া, প্রয়োজনীয় বস্তুগত মূল্য উৎপাদনের সংগ্রাম, সামাজিক উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডের সাফল্য সুনিশ্চিত করার কাজগুলি— এ সবের সমন্বয় অসম্ভব হয়ে পড়বে। এগুলি ছাড়া সামাজিক উৎপাদন অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই আমরা দেখতে পাই যে প্রকৃতি ও পরিবেশের শক্তির বিরুদ্ধে মানবজাতির সংগ্রামের ধারায় প্রয়োজনীয় বস্তুগত মূল্য উৎপাদনের জন্য একে অপরের সাথে সুনির্দিষ্ট সংযোগ এবং সম্পর্কের মধ্য দিয়ে ভাষাগুলি জন্মেছিল। তারা শত শত বছর ধরে বিভিন্ন গোষ্ঠী (clans), ভাষীক জনগোষ্ঠী, আদিম জনগোষ্ঠী (tribe) এবং উপজাতিগুলির উপভাষা এবং শব্দসমষ্টি (dialect and jargons) শত শত বছর সংশ্লেষণ করে গড়ে উঠেছে। আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলিও এই পথে জন্ম নিয়েছে ও বিকাশ লাভ করেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ভারতে কেন্দ্রিভূত ব্রিটিশ প্রশাসনের প্রতিষ্ঠা এবং ব্যবসা বাণিজ্যের দ্রুত বিকাশের ফলে বিভিন্ন ভাষাভাষী উপজাতির মধ্যে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ আদান-প্রদান, বিশেষ করে পশ্চিমের উন্নত চিন্তা-ভাবনা, অত্যন্ত উন্নত ভাষা ও সাহিত্যের সংস্পর্শে আসার ফলে আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলি তাদের পূর্ববর্তী রেকর্ড অতিক্রম করে দ্রুত বিকাশ লাভ করেছে। কিন্তু এই বিকাশ ছিল অসম -- বাংলা, উর্দু, তামিল, তেলুগু এবং মারাঠির মতো কিছু ভাষার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছিল, অন্যগুলি এগিয়ে ছিল বলতে গেলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। এমনকী বাংলা, উর্দু, প্রভৃতির মতো বিকশিত জাতীয় ভাষাগুলির সেই

অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। রাজনৈতিক অধীনতা এবং বিদেশি শাসকদের ভারতের বিভিন্ন জাতীয় ভাষার প্রতি আন্তরিকতাহীন মনোভাব এই বিকাশ ব্যাহত করার জন্য দায়ী। তাই স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সরকারের যা করার দরকার ছিল তা হল অতি তাড়াহুড়োয় হিন্দি চাপিয়ে দেওয়া নয়, বরঞ্চ এমন একটি ভাষানীতি গ্রহণ করা, যার দ্বারা ভারতের সমস্ত জাতীয় ভাষাকে সমান সুযোগ দেওয়া যায় ও তাদের দ্রুত বিকাশ সুনিশ্চিত করা যায়। যার পরিণতিতে নিজস্ব মাতৃভাষাগুলির মাধ্যমে সবচেয়ে কম সময়ের মধ্যে যাতে জ্ঞান জগতের সর্বোচ্চ স্তরে তারা প্রবেশাধিকার (access) পায় তা সুনিশ্চিত করতে হবে -- এই সমস্ত কিছুই বিভিন্ন জাতীয় ভাষার মধ্যে স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত আদান প্রদান ও ভাব বিনিময় সম্ভব করে তোলে যেটি হল আমাদের মতো বহু উপজাতি অধ্যুষিত দেশে একটিমাত্র সর্বজাতীয় ভাষা উদ্ভবের একমাত্র সঠিক প্রক্রিয়া। মানব সভ্যতার অতীত ইতিহাসে ভাষাগুলির এই ধরনের সংমিশ্রণ (inter-crossing) এবং একটিমাত্র জাতীয় ভাষার উত্থানের দৃষ্টান্তগুলি নিঃসংশয়ে এই সুদৃঢ় যুক্তি প্রতিষ্ঠা করে যে ভাষা সংমিশ্রণ একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া, যেটির সাহায্যে একটিমাত্র জাতীয় ভাষার উদ্ভবকে বাস্তব রূপ দিতে শতশত বছর সময় লেগে যায়। আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে এই প্রক্রিয়ার উপর সরকারের কৃত্রিম হস্তক্ষেপ কিংবা আঘাত হানার দ্বারা তা অর্জন করা যায় না, বরং প্রক্রিয়াটি বিঘ্নিত হয়। শুধুমাত্র সেই অতি সুদীর্ঘ প্রক্রিয়া, বহু শত বছর ধরে যা চলে, তার মাধ্যমে আমাদের দেশের বিভিন্ন উপজাতির মানুষের প্রতিদিনের আদান প্রদান, সহযোগিতা এবং যৌথ কার্যকলাপের ভিত্তিতে ভারতের বিভিন্ন জাতীয় ভাষার স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত সংমিশ্রণের মধ্য দিয়ে একমাত্র একটি অখন্ড জাতীয় ভাষার উদ্ভব হতে পারে। হয়ত এমনও হতে পারে যে একটিমাত্র সর্বজাতীয় ভাষার উদ্ভব হওয়ার আগে, প্রথমে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব এবং পশ্চিম অঞ্চলগুলির প্রত্যেকটিতে সবচেয়ে সমৃদ্ধ একটি আঞ্চলিক ভাষার উদ্ভব হবে এবং কালক্রমে আঞ্চলিক ভাষাগুলির একত্রীভূত হওয়ার মধ্য দিয়ে একটিমাত্র জাতীয় ভাষার জন্ম হবে যা অবশ্যই বর্তমান জাতীয় ভাষার কোনওটিই হবে না বরং একটি নতুন ভাষা হবে। এমনও হতে পারে যে হিন্দি, হিন্দুস্থানী এবং উর্দু প্রথমে মিলিত হয়ে উত্তর ভারতে একটিমাত্র আঞ্চলিক ভাষার জন্ম দেবে যা সময়ের সাথে সাথে অন্যান্য ভাষাগত সম্প্রদায়ের শব্দসম্ভার, শব্দ সমষ্টি এবং উপভাষাগুলিকে সংশ্লেষণ করে ভারতের একটি মাত্র সর্বজাতীয় ভাষা (single all-national language) হয়ে উঠবে। তৃতীয় সম্ভাবনা হচ্ছে যদি ইংরেজিকে একমাত্র সরকারি ভাষা ও সংযোগের ভাষা করা হয় এবং জনগণের জন্য সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত

শিক্ষার দরজা খুলে রাখা হয়, তাহলে ইংরেজিরই ভারতের একমাত্র জাতীয় ভাষা হিসাবে উত্থান হতে পারে। আমাদের জাতীয় জীবনে ইংরেজির অবস্থান বিবেচনা করে এবং একটি সর্বজাতীয় ভাষা ও একটিমাত্র আন্তর্জাতিক ভাষা বিকশিত হওয়ার প্রক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে আমরা এই সুদূরতম সম্ভাবনাকে পুরোপুরি উড়িয়ে দিতে পারি না। এই পর্যায়ে আমরা বলতে পারি না ভবিষ্যতে বিষয়টি কী রূপ নেবে। আমরা শুধুমাত্র আমাদের দেশে একটিমাত্র জাতীয় ভাষার উদ্ভবের জটিল প্রক্রিয়াটি ও তার সম্ভাবনার দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করছি মাত্র। পরিবর্তিত অবস্থা যাই হোক, সব জাতীয় ভাষাগুলি থেকে যখন একটি জাতীয় ভাষা আবির্ভূত হবে তখন সে হয়ত কোনও নির্দিষ্ট জাতীয় ভাষার ব্যাকরণ শাস্ত্র ও মৌলিক শব্দভাণ্ডার বজায় রাখতেও পারে এবং সেই বিশেষ জাতীয় ভাষার সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্তও হতে পারে, তবে যাই ঘটুক না কেন সে ক্ষেত্রে তা হবে সমস্ত জাতীয় ভাষাগুলির সেরা উপাদান সংশ্লেষণের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা একটি নতুন ভাষা। তাহলে আমরা যদি সত্যিই একটিমাত্র জাতীয় ভাষা গড়ে ওঠায় সহায়তা করতে চাই, সে ক্ষেত্রে অন্য জাতীয় ভাষাগুলিকে অবদমিত রেখে হিন্দি কিংবা যে কোনও একটি জাতীয় ভাষার বিকাশের ওপর প্রধান জোর দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। তা না হলে জনগণের মধ্যে চিরস্থায়ী বিভেদের জমি থেকেই যাবে। সদর্থক অর্থে বললে আমাদের দায়িত্ব এখন সমস্ত পারস্পরিক অবিশ্বাস দূর করার জন্য কাজ করা, যা সম্প্রতি ভারতের সরকারি ভাষার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে বেড়ে উঠেছে, যে কোনও ভাষাকে দমন করার সমস্ত প্রচেষ্টা বন্ধ করা, বাস্তবে সকল জাতীয় ভাষার সর্বাত্মক বিকাশের সমান সুযোগ নিশ্চিত করা, জনগণের ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, সমস্ত জাতীয় ভাষার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব করে তোলা এবং এইভাবে এই ভাষাগুলির স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত সংমিশ্রণের (inter-crossing) মাধ্যমে একটি মাত্র জাতীয় ভাষার উদ্ভবের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা।

আমরা এটাও ভুলতে পারি না যে পুঁজিবাদী সমাজে জনগণ শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ভাবে শোষিত হয় না, তারা জাতীয় নিপীড়নের শিকারও হয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মধ্যে আধিপত্যকারী উপজাতি ভাষা এবং জীবনযাত্রা ইত্যাদি প্রশ্নে জাতীয় সংখ্যালঘুদের (ত্রব্ধনক্ষস্ত্রপ্ত প্পনক্সক্তজনব্ধন্ত) উপর অবশ্যম্ভাবী ভাবে নিপীড়ন চালায়। প্রায় সমস্ত বহু উপজাতি অধ্যুষিত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে কোনও না কোনও রূপে জাতীয় নিপীড়ন দেখা যায়। গ্রেট ব্রিটেনে ইংরেজদের দ্বারা স্কটল্যান্ডের অধিবাসীদের উপর বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রো মানুষদের উপর আক্রমণ জাতীয় নিপীড়নেরই প্রকাশ। আমাদের দেশে অহিন্দি ভাষী মানুষদের

উপর হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা জাতীয় নিপীড়নের আর একটি দৃষ্টান্ত। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনেই সব ধরনের শোষণের বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি নির্মূল করার পাশাপাশি জাতীয় নিপীড়ন সম্পূর্ণ রূপে দূর করা হয়েছে। এইভাবে আমাদের দেশে জাতি সংক্রান্ত প্রশ্নে এবং তার সাথে ভাষার প্রশ্নে স্থায়ী সমাধান খুঁজতে হবে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের মধ্যেই, যা শাসক পুঁজিবাদী শ্রেণির বিরুদ্ধে সমস্ত উপজাতির অন্তর্গত আমাদের জনগণের খুবই সুদৃঢ় সংগ্রামী ঐক্যের দাবি করে। এই পরিস্থিতিতে ভারতের সরকারি ভাষা সংক্রান্ত বিষয় বা একটি একক জাতীয় ভাষা উদ্ভব হওয়ার বিষয়টি বিবেচনার সময় এই কথাটা অতি অবশ্যই অতীব গুরুত্ব সহকারে আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের দেশে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব অসম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং এই কারণে বিভিন্ন উপজাতিগুলি তাদের উপজাতীয় (ব্রন্ধনস্প্রব্রপ্তনন্ধস্ত) সত্তার বিলোপ ঘটিয়ে (একটি সত্তায় মিশে যাওয়ার মধ্য দিয়ে) একটি মাত্র ভারতীয় জাতিসত্তার বৃহত্তর ধারণায় মিশে যেতে পারেনি। তারা এখনও নিজস্ব উপজাতিসত্তা বোধ নিয়ে চলছে। এই পরিস্থিতিতে নিপীড়িত উপজাতির বুর্জোয়া শ্রেণি নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ পূরণ করার উদ্দেশ্যে আধিপত্যকামী উপজাতি কর্তৃক জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অজুহাতে সেই উপজাতির আবেগ আত্মসাৎ করার সুযোগ পায়। তাই ভারতের সরকারি ভাষার প্রশ্নই হোক বা একটিমাত্র জাতীয় ভাষার উত্থানই হোক, ভাষা সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে গভীর ভাবে বিবেচনা করা ও অত্যন্ত সতর্ক পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। তাই এমন কোনও পদক্ষেপকে উৎসাহ দেওয়া বা সমর্থন করা যায় না যার ফলে শেষ পর্যন্ত জনগণের ঐক্য বিঘ্নিত হয়। অহিন্দি ভাষী এবং হিন্দি ভাষী উভয় মানুষকেই এ সম্পর্কে সর্বদা সজাগ থাকতে হবে।

আন্দোলন হিন্দি বা হিন্দিভাষী মানুষের বিরুদ্ধে নয়

যদিও এই আন্দোলনের সংগঠকরা বলছেন এই আন্দোলন হিন্দি বা হিন্দিভাষী মানুষের বিরুদ্ধে নয়, তবুও আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করছি যে হিন্দি ভাষা ও হিন্দিভাষী মানুষের বিরুদ্ধে তীব্র উত্তেজনা জাগিয়ে তোলার প্রবণতা বর্তমান। এই আন্দোলনের যারা মূল সংগঠক ও সমর্থক তাদের এ কথা বুঝতে হবে যে ভাষা আন্দোলনের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আন্দোলনকে জনবিরোধী প্রবণতা থেকে মুক্ত না করা যায়। হিন্দিভাষী ও অহিন্দিভাষী জনগণের উপলব্ধি করা দরকার যে তারা এবং একমাত্র তারাই তাদের যুক্ত এবং ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের দ্বারা ভাষার প্রশ্নে প্রতিক্রিয়াশীলদের দুরভিসন্ধি মূলক চক্রান্ত

ব্যর্থ করে দিতে পারেন। সুতরাং হিন্দিভাষী জনগণকে উপলব্ধি করতে হবে যে ইংরেজিকে ভারতের সরকারি ভাষা হিসাবে বহাল রাখার আন্দোলন হিন্দি ভাষা ও হিন্দিভাষী জনগণের বিকাশের বিরোধী কোনও আন্দোলন নয়। বরং ভারতের সরকারি ভাষা হিসাবে হিন্দিকে গ্রহণ করলে তা ভারতের অন্যান্য সমস্ত জাতীয় ভাষার বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে এবং অনৈক্যের চিরস্থায়ী জমি তৈরি হবে। বর্তমান আন্দোলন আমাদের দেশের পুঁজিবাদী শাসকদের বিরুদ্ধে পরিচালিত, যারা হিন্দিভাষী জনগণের হিন্দির প্রতি স্বাভাবিক আবেগ-ভালবাসাকে তাদের শ্রেণিস্বার্থে কাজে লাগাতে উদ্যত। হিন্দিভাষী মানুষদের স্বার্থেই এই আন্দোলনকে সমর্থন করতে হবে। প্রথমত, এটি ইতিমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে যে এভাবে সংযোগের ভাষা হিসাবে হিন্দিকে গ্রহণ করা হলে আমাদের দেশে সংস্কৃতির অগ্রগতির ধারাকে পেছনে ফেলে দেবে যা হিন্দিভাষী মানুষদের অহিন্দিভাষী মানুষদের চেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্ত করবে না। সংস্কৃতির দিক থেকে পিছিয়ে পড়লে বর্তমান পুঁজিবাদী শোষণের জোয়াল থেকে আমাদের হিন্দিভাষী এবং অহিন্দিভাষী উভয় মানুষের মুক্তি বিলম্বিত করবে। পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিপ্লবী সংগ্রামকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা ও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য জ্ঞানতত্ত্ব সংক্রান্ত যে সমস্ত আধুনিকতম সূক্ষ্ম এবং জটিল বিষয়গুলির সম্মুখীন হচ্ছে মানবজীবন এবং মানবসমাজ, আমাদের জনগণকে সে সম্পর্কে সম্যক ভাবে জানতে হবে এবং বুঝতে হবে। জ্ঞানের বর্তমান পর্যায়ে আমাদের যে কোনও মাতৃভাষার মাধ্যমে এটা করা অসম্ভব। এই জ্ঞানের অনুপস্থিতিতে জনগণ তত্ত্বজ্ঞান সংক্রান্ত দিক থেকে পুঁজিবাদ বিরোধী শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলন সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারবে না যার ফলে বিপ্লবের তত্ত্বজ্ঞান সংক্রান্ত আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়বে। এবং এখানেই ইংরেজির পরিবর্তে হিন্দিকে জায়গা করে দেওয়ার পেছনে ভারতীয় বুর্জোয়াদের শ্রেণিস্বার্থ কাজ করছে। দ্বিতীয়ত, হিন্দিভাষী মানুষদের মনে রাখার দরকার যে হিন্দিকে ভারতের সরকারি ভাষা করা হলেও ইংরেজি আগামী বহু বছর ধরে ব্যবহৃত হবে। এই অবস্থায় প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সংস্থা এবং অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ইংরেজি জানা ব্যক্তিদের কব্জাতেই থাকবে। এখন, হিন্দিভাষী সাধারণ মানুষ যদি ইংরেজিকে সম্পূর্ণ পরিহার করেন যেমনটি মুসলিম জনসাধারণ আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষার শুরুতে তা পরিত্যাগ করেছিলেন, তাহলে প্রথমোক্ত (former) মানুষেরা শেষোক্ত (latter) মানুষদের মতোই একই পরিণামের শিকার হবেন। কেন ভি আই পি'রা তাঁদের সন্তান ও ভাইপোদের সবচেয়ে সেরা ইংরেজি শিক্ষা দিচ্ছেন তা বুঝতে

খুব বেশি বুদ্ধিমত্তার দরকার হয় না, যদিও তাঁরা ইংরেজির বিরুদ্ধে বিষোদগার চালিয়ে যাচ্ছেন। উদ্দেশ্যটি পুরোপুরি পরিষ্কার। তারা হিন্দিভাষী সাধারণ মানুষের মধ্যে ইংরেজি বিরোধী মনোভাব জাগিয়ে তুলতে চায় যাতে সাধারণ মানুষ তাদের সন্তান-সন্ততিদের ইংরেজি শিক্ষা না দেয়। সাধারণ হিন্দিভাষী পুরুষ ও মহিলাদের স্বার্থ দু'পায়ে মাড়িয়ে এটি ভি আই পি-দের পুত্র, কন্যা এবং ভাগ্নেদের সরকারি উচ্চপদ এবং ক্ষমতার কেন্দ্রগুলিতে স্থায়ী উচ্চ পদ এবং প্রশাসনের ক্ষমতা সুনিশ্চিত করার জন্য কার্যত একচেটিয়া দখলদারি ভোগ করার সুবিধে দেবে। সাধারণ হিন্দিভাষী নারী-পুরুষদের তাই ইংরেজি বিরোধী কূটচালের চালাচালিতে নিজেদেরকে দাবার বোড়ে হিসেবে ব্যবহার করতে দেওয়া উচিত নয়। তাই তাদের উচিত অহিন্দিভাষী জনগণের সাথে যৌথভাবে কাজ করা যাতে সরকারের পুঁজিপতি শ্রেণির অনুকূল ভাষানীতিকে পরাস্ত করা যায়। অহিন্দিভাষী জনগণকে এ কথাও উপলব্ধি করতে হবে যে সংকীর্ণ আঞ্চলিকতাবাদ (narrow local nationalism) দিয়ে সরকারের পুঁজিবাদের স্বার্থরক্ষাকারী ভাষানীতিকে পরাস্ত করা যাবে না। বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভাষার প্রশ্ন মীমাংসার জন্য হিন্দিভাষী মানুষের সাথে ঐক্য রক্ষা করা একটি মৌলিক শর্ত। তাই সংযোগকারী ভাষা হিসাবে ইংরেজিকে বহাল রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে হিন্দিভাষী মানুষদের মনে দৃঢ় প্রত্যয় জাগ্রত করার জন্য, সরকারের ভাষানীতি পরাস্ত করার আন্দোলনে তাদেরকেও টেনে আনতে, সকল জনগণের ঐক্য রক্ষা করতে, সমস্ত রকমের সংকীর্ণতা ও প্রাদেশিকতা দূর করতে এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এগিয়ে যেতে নিরন্তর এবং ধৈর্যশীল প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া খুবই জরুরি।

তাই আমাদের হিন্দিভাষী এবং অহিন্দিভাষী জনগণের এই দাবিগুলি তোলা উচিত ঃ

১) ভারতের সংবিধান সংশোধন করতে হবে এমন ভাবে যাতে সমগ্র দেশের সরকারি ভাষা হিসাবে ইংরেজিই অব্যাহতভাবে বহাল থাকে, ইংরেজিকে অন্যতম জাতীয় ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং সংবিধানের অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত সমস্ত ভাষাকে জাতীয় (national) ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়,

২) প্রতিটি রাজ্যের জাতীয় ভাষা রাজ্যের অভ্যন্তরীণ সরকারি কাজে ব্যবহৃত হয়,

৩) ভারতের সমস্ত জাতীয় ভাষার দ্রুত বিকাশের জন্য সমান সুযোগ ও সহায়তা

দেওয়া হয়, হিন্দি বা অন্য কোনও জাতীয় ভাষা বিকাশের জন্য বিশেষ অগ্রাধিকার না দেওয়া হয়,

৪) সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যে জাতীয় ভাষাগুলির বিকাশের লক্ষ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় যাতে শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তরেও শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে সেগুলি সফলভাবে ব্যবহার করা যায়,

৫) প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী অহিন্দিভাষী ছাত্ররা বাধ্যতামূলক ভাবে যে হিন্দি শিখছে তা বাতিল করা হয় এবং স্কুলে ভাষা শেখার ক্ষেত্রে দ্বিভাষা সূত্র (মাতৃভাষা ও ইংরেজি) চালু করা হয়।

প্রথম প্রকাশ ঃ
দলের ইংরেজি মুখপত্র সোস্যালিস্ট ইউনিটি-এর এপ্রিল, ১৯৬৫ সংখ্যায়।
পুস্তিকাকারে প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর, ২০২২